নতুন মিছিল

কুমারেশ ঘোষ

গ্রন্থ-গৃহ
৪৫এ গড়পার রোড, কলিকাতা-৯
৬ বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দোল পূর্ণিমা
১৩৬৩

প্রকাশক
বেলা ঘোষ
গ্রন্থ-গৃহ
৪৫এ, গড়পার রোড,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

মুদ্রক
মন্মথ মুদ্রণী
৪৫এ, গড়পার রোড,
কলিকাতা-৯

দাম দু' টাকা

শ্রদ্ধেয়—

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র-কে

॥ অন্যান্য বই ॥

ভাঙাগড়া
পণ্যা
ভ্যাগাবণ্ডস্
সালোম
পংকিল
থেলমা
ওগো মেয়ে সাবধান
কটাক্ষ
চক্র
ম্যানিয়া
ফ্যাশন ট্রেণিং স্কুল
ফাঁকিস্থান
বেন-হুর

সূচীপত্র

হুইশিল্

কোন এক বিরহ নিশীথে
শুনেচো কি ইঞ্জিনের করুণ হুইশল্
বলো তো হে মিতে?
ট্রেণের সে চেনা বাঁশি নিয়ে যায় মন
দূরে, বহুদূরে—
ঘর-ছাড়া সুরে।

অজানা দেশের টানে
অজানা লোকের পানে
ছুটে যায় মন, বহু বহু দূরে।
ভবঘুরে।

সবুজ রংয়ের আলো
চোখে লাগে ভালো।
সবুজ ধানের ক্ষেত; তাতে ঝরে চাঁদ-গলা রূপো
চারিদিক চুপ-চুপ। চুপ ও।

পালিশ লাইন পাতা।
কত দূর চ'লে গেচে জানিনে তা'
জীবনের খাতা।

যতদূর যায় যাক—
মন যাক
আরো আরো দূরে
হুইশিলের হাঁক-ডাকা সুরে।
থামাবার লাল আলো
জ্বেলো
পথশ্রান্ত হ'য়ে যদি পড়ি পথপাশে।

তার আগে নয়,
এই অনুনয়।

নতুন পা

হেঁটে চলো যতদূর যায় পা।
কারোর কথায় যেন দিয়ো নাকো গা।
চালাও পা।

চলতে চলতে যদি ঘেমে যায় গা।
ব'সো ঐ মাঠে তুমি, গোটাও পা।

খাও হাওয়া।
জিরিয়ে নিয়ে শুরু হোক যাওয়া।
বনে যাও, মাঠে যাও,
যেথা খুশি সেখা যাও,
মাথা খাও, সাথে যেন নিয়ো নাকো সাথী
তাহলেই হবে শুধু কথা গাঁথাগাঁথি।

বাড়াও পা
তোমার দু'পা।
মানুষের মতো চলো, দেখো চারিধার।
কিছু যদি ভালো লাগে,
দেখো বার বার।

ফের চালাও পা।
তোমার দু' পা।
নতুন পা।

আমি তো একলা নই

আমি তো একলা নই।
চেয়ে দেখো আছে ওই
ফুলবাবু, সোনামোড়া
আগাগোড়া।
পাঞ্জাবি, সাদাধুতি
মিহিসুতি।
দামি গাড়ি। বড় বাড়ি।
বাড়াবাড়ি?
হোক। তবু ও আমারি।

আমি তো একলা নই।
চেয়ে দেখো আছে ওই
কলে খাটা কালো কুলি,
বাড়িতে নিভোনো চুলি,
পেট খালি।
খাটে খালি।
পায় কম,
তবু দম আছে বেশি,
ও আমারি প্রতিবেশী।

আমি তো একলা নই।
চেয়ে দেখো আছে ওই
কানা খোঁড়া
বকা ছোঁড়া
বোবা, বোকা, ভিখারি,
সহরের ঘুণ-ধরা শিকার ও শিকারী,
আমরা সবাই দেখি একই চাঁদ, একই তারা,
একই আকাশতলে জন্মেছি, হবো সারা॥

তাই তো একলা নই, আছি মোরা, আছি মোরা।

হে ঈশ্বর

হে ঈশ্বর !
কে তোমার আপন
আর কে তোমার পর,
বলো তো ঈশ্বর ।

কিসে খুশি হও
কিসে নও
জানিনে, জানতে চাই কিসে পাই বর !
ওগো ভক্ত-লোভী পরম ঈশ্বর ।

যার আছে, তাকে তুমি দাও আরো-আরো,
অথচ কাহারো
কিছু নেই, কেউ নেই, নিঃস্ব চরাচর ।
কেন গো ঈশ্বর ?

যার ঘরে কিছু নেই, তার আছে একপাল ছেলে
মরে আর যারা বাঁচে, বাড়ে অবহেলে ।
আর যার ঘরে আছে চাপ-চাপ টাকা,
তার ঘর রাখো তুমি ফাঁকা ।
মাথা কোটে সে তোমার কাছে
চায় বংশধর,
তুমি দেখে হেসে মুখ ফিরাও ঈশ্বর ।

কেন এই খেলা বলো ?
শোনো, কাঁদে আর্ত নারী-নর
হে ঈশ্বর ! বধির ঈশ্বর ।

তোমার সন্তান যদি
আমরা কি পর ?
হে পিতা ! হে জগৎ-ঈশ্বর !

আছে সব

ভেবেচো রিক্ত আমি ?
নয়, নয়—আছে সব।
চারিদিকে আছে সব।
আছে গাছ
আছে পাতা
আছে চাঁদ
আছে ফাঁদ
আছে হাওয়া
আছে চাওয়া
আছে দেওয়া
আছে নেওয়া
সব আছে। আছে সব।
তুমি আছো
সেও আছে
মাটির মানুষ আছে
অমানুষও আছে, আছে
হাসি ও কান্না আছে
ফাঁকি আছে
খাঁটি আছে
আছে সব। আছে সব।
দূরে কেন ? কাছে এসো।
আরো, আরো কাছে এসো।
পাশে ব'সো
বলো শুনি
কিবা চাও ? আছে সব।
কাছে আছে দেবো সব
নেবে সব ?

যাবেই যখন মরে

কী হবে এসব ক'রে ?
যাবেই যখন ম'রে ?

কিসের তরে
ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালানো ?
ওধার থেকে ধার ক'রে হায় এধার চালানো ?
কী হবে এসব ক'রে ?
যাবেই যখন ম'রে ?

চুপ ক'রে থাক না ব'সে
কী হবে অংক ক'সে ?
তুই এলেই বা কি
গেলেই বা কি
তোর অভাবে আফ্‌শোষে
মরবে না কেউ।
কাঁদবে না কেউ সারা জীবন ধ'রে।
তবে কী হবে এসব ক'রে
জীবন ভ'রে ?

লোকেরা বড়োই ভুলো
কানেতে গোঁজাই তুলো,
ধার ধারে না কে কী হলো,
কে কে গেলো, কবে গেলো।

তাই, কী হবে এসব ক'রে
সারা জীবন ধ'রে ?

হে জগন্নাথ

বুঝেচি, তোমার কেন নেই কোন হাত
হে জগন্নাথ।
যদি চোখ থাকে, চেয়ে থাকা শুধু,
যদি কান থাকে, শুনে যাওয়া শুধু,
তা'ছাড়া তোমার এই নিষ্ঠুর জগতে
হায়, নেই কোনো হাত।
হে জগন্নাথ।

সমুদ্র গর্জন করে গ্রাসিতে পৃথিবী
ঢেউ ঢিবিঢিবি।
রাগে ক্ষোভে অপমান ভরে
ঝাঁপিয়ে পড়ে সে দেখি পৃথিবীর 'পরে,
পৃথিবী নীরবে হাসে।
সমুদ্রও বোঝে তার শক্তি কতটুকু,
তাই ক্রমে স'রে আসে,
বাতাসে হুংকার ওঠে ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসে।
ব্যর্থ প্রচেষ্টায়,
সমুদ্রের শ্রান্ত ওষ্ঠে ফেনা দেখা যায়।

তুমিও গর্জন করো হয়তো রুদ্ধ রোষে
যখন দেখিতে পাও শক্তিমান শোষে
দুর্বলের শোনিত সম্বল ;
যখন দেখিতে পাও চারিদিকে ছল
অত্যাচার, অবিচার, অন্যায়ের খেলা—
পুজ্য, তবু প্রাপ্ত হয় নিত্য অবহেলা,
সতী বেচে দেহ তার ধনীর প্রাসাদে
তুমি শুধু কাঁদো অবসাদে—
(যদি থাকে হৃদয় তোমার)

তাছাড়া তোমার নেই কোন হাত
হে জগন্নাথ।
অর্থবানই ভগবান এ জগতে
তুমি নও জগতের নাথ
হে জগন্নাথ।

বুঝেচি, তোমাব কেন নেই কোনো হাত
হে ঠুঁটো জগন্নাথ।

অকস্মাৎ

অকস্মাৎ
কে যেন দুয়ারে মোর করিল আঘাত।
ঘুমে আমি ছিনু অচেতন,
ছিল, আচ্ছন্ন এমন।
শব্দ শুনে খুলে দ্বার,
খুঁজে ফিরি চারিধার—
অন্ধকার। কেউ নেই কাছে।
......শেষে, মনে হলো আছে
আমারি সম্মুখে কেউ।।

মনে হলো বাতাসের ঢেউ
সহসা আসিল হাসি' মোর খোলা ঘরে—
মন গেলো ভরে।।।

পথে পা এখন

আমার পথে পা এখন।
কে-কি-কৈ-কবে-কখন—
এসব কথা শোনার মতন
নয় তো মন।
কারণ, আমার পথে পা এখন।

আমার মন
দেখতে চায় এমন
যা কেউ দেখেনি, কেউ শোনেনি।
তা হোক না কেন যেমন তেমন।
তুচ্ছ সুরেই বাঁধা আছে মন।
আমার পথে পা এখন।

দুঃখ?
আমার কাছে নয় সে এখন মুখ্য।
ঘরে তাকে বন্ধ ক'রে
বেরিয়েছি মন সুধায় ভ'রে,
গাইছি গান আপন মনে, হোকগে বেসুরো।
ঠাট্টা হাসির খোঁচায় আমায় করবে গুঁড়োগুঁড়ো?
তা পারো কি কখনো?
আমার পথে পা এখনো।

ইচ্ছা ও উত্তর

ইচ্ছা :

চারিদিকে ইঁটের দেওয়াল
মাথায় চাপানো ঢালা ছাদ,
অতিষ্ঠ করেচে,
আমি পেতে চাই মুক্ত নীলাকাশ ;
মেকি সভ্যতার লৌহ বেড়া
পাতা যেন ফাঁদ !
আমি চাই নীচে ঘাস,
উপরে আকাশ
স্বস্তির নিঃশ্বাস !

আকাশেতে কাক-চিল ওড়ে
হাল্কা পাখায় ;
হাল্কা খেয়ালে তারা ঘোরে আর ঘোরে ;
পাখা না থাকায়
চেয়ে থাকা শুধু
হিংসায় যাই ম'রে ।

পেঁজা তুলো মেঘগুলো
একটানা চলে,
আমার মন তো বলে :
চলো, চলো যাই উড়ে
বহু উচ্চে, বহু দূরে—

বৃথা চেষ্টা !
চারিদিকে ইঁটের দেওয়াল
মাথায় চাপানো ঢালা ছাদ !
বন্দী আমি !

জানালায় ব'সে দেখি দূরে বাঁকা চাঁদ !

উত্তর :

সব শুনে শেষে
বন্ধু হেসে বলে :
কোথা যাবে চ'লে ?
আকাশে ?
পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে ভাবচো
উড়বে হাল্কা বাতাসে ?

বলি, শোনো মন দিয়ে :
আকাশের মেঘ পৃথিবীতে নামে
জল নিয়ে।

কাক-চিল ওড়ে আকাশে
তবু পেট তো ভরে না বাতাসে
ধরার বুকেতে তাই নেমে আসে
পোড়া পেটের দুঃখে ;
তবে, জেনো, জোটে খাবার মুখে।

দেখোনি আকাশে ঘুড়ি ওড়া ?
ওড়ে, তবু তার পৃথিবীতে বাঁধা
সুতোর গোড়া।
চালা ছাদে উঠে ওড়ায় সে ঘুড়ি
পৃথিবীর কোনো বকাটে ছোঁড়া ;
ঘুড়ি দেখোনি ওড়া ?

তবু তুমি এই পৃথিবী ছেড়ে
কোথা যাবে উড়ে,
বন্ধুরে !

চলো যাই বৃষ্টিতে ভিজিগে।

চলো, যাই বৃষ্টিতে ভিজিগে।
বড়ো বড়ো ফোঁটা। জলের তীর
অদৃশ্য আকাশ থেকে গায়ে এসে লাগে,
বেশ লাগে।
চলো চলো, বৃষ্টিতে ভিজিগে।

বিদ্যুৎ ঝলকায়
মেঘগুলো কড় কড় করে।
ভয় করে। তবু বেশ লাগে।
চলো যাই, বৃষ্টিতে ভিজিগে।

ওই দূরে, আকাশে ও গাছে
এক হ'য়ে আছে।
ধোঁয়া-ধোঁয়া।
চলো যাই, দিয়ে আসি ছোঁয়া।
সুদূরের দিকে ছুটে ছুটে যেতে
ভারি ভালো লাগে।
চলো চলো, বৃষ্টিতে ভিজিগে।

আঁচলটা কেন লুটিয়ে প'ড়ে?
কোমরে তোমার জড়িয়ে পরো।
নাও, নাও ধরো, হাতটা ধরো,
বেরিয়ে পড়ো,
চলো চলো, বৃষ্টিতে ভিজিগে।

দেরি কেন? ভাবচো কি?
শাড়ি-জামা ভিজে যাবে?
যৌবন-লজ্জায় মাথা বুঝি কাটা যাবে?

দূর্ দূর্ বোকা মেয়ে।
আকাশের ঝরো ঝরো

মলিনতা ধুয়ে দেবে,
ধরো, ধরো হাত ধরো।

কৈ, তাড়াতাড়ি করো
চলো চলো, বৃষ্টিতে ভিজিগে

সময়

এসো না গো? ব'সে গল্প করো,
সময়ের শুধু চোখ রাঙানো
মেনো নাকো, এসো গল্প করো॥

বাইরে শুনচো ঝরো-ঝরো,
সময়ের কথা স্রেফ ভুলে যাও,
আজকের কাজ বন্ধ করো॥

কাছে ব'সে ব'সে গল্প করো,
সময়কে বলো ঘর ছেড়ে যেতে
বেরসিক নেই—অমনতরো॥

যা-তা খুশি তুমি গল্প করো।
সময়ের ভয়ে হয়ে গেছো কাঁটা?
হায় ভীরু, ভয় পেয়েচো বড়ো॥

তবে যাও। তুমি স'রে পড়ো,
সময়ের হাতে ভালুক নাচোগে,
ঘুমোই আমি। ঘুম পেয়েচে বড়ো॥

গণ-দেবতা

"হে ধর্ম প্রচারক !
অত ঊর্ধ্বে কেন ?
আমাদেরই শোনাবার যদি কথা কোনো
থেকে থাকে,
নেমে এসো সুউচ্চ মঞ্চের থেকে !
তোমার অমূল্য বাণী অতদূর থেকে
কানে এসে পারে না পৌঁছুতে !
এসো না ! নেমে এসো,
আমাদের মাঝে ব'সো,
কাঁদো হাসো আমাদের সাথে ।
ভেঙে যদি পড়ি তবে,
তুলে ধরো তোমার বলিষ্ঠ হাতে ।"

আমাদের কথা শুনে ধার্মিকপ্রবর
হন রেগে গরগর ;
বোঝা গেল খোয়া গেছে মান ।
রেগে হেঁকে কন : "আমি কি সমান
তোদেরই সাথে ? হ্যাঁরে হ্যাঁ, ভাবিস কি ?
ছি ছি ছি ছি ।"
ভদ্রলোকের বক্তৃতা গেল থেমে ।

"এসো না নেমে ?"
গণদেবতা দাঁড়ান এসে ।
বলেন হেসে :
"রাগ কি তোমার সাজে ?
এদের মাঝে
এই তো আমি ।
এসো না নামি ?"

আমি তো বুঝিনে

আমি তো বুঝেনি কেন
হে ভগবান,
ক্ষুদ্র, অতি-ক্ষুদ্র কীটে দিলে তুমি প্রাণ
কিসের কারনে ?
তারা প্রতি পলে পলে মরণে বরণ করে
অযথা কারণে।
অনিচ্ছায় এবং অজ্ঞাতে
কত কীট পদতলে প'ড়ে
নীরবে নিঃশব্দে মরে ;
কত প্রাণ মুছে যায় এ সংসার হ'তে
ভেসে যায় বিস্মরণের বৈতরণী-স্রোতে !

কেন আসা ? কেন যাওয়া ?
তাদের হ'য়েচে কি সব পাওয়া
মধুভরা ধরিত্রীর কাছে ?
এ প্রশ্নের কী জবাব আছে ?

আমি তো জানিনে কেন হে ভগবান
কীট পতঙ্গ, ক্রীমিতেও তুমি করো প্রাণ দান।

সুক্ষ কাজ দেখাবার এত যদি সাধ,
তোমার সে সাধ
মিটেচে তো ! মুগ্ধ লোক
তোমার সৃষ্টি দেখে। তোমার ভূলোক
নানা পশু, পাখী, লতা, পাতা, কুঁড়ি, ফুলে
আছে ভরে। কুলে কুলে
ভরা নদী।
তবু, সৃষ্টির দিকে যদি
এত ঝোঁক, হাতে থাকে অঢেল সময়
তবে দয়াময়,

বন্ধ করো অনাসৃষ্টি যত।
কষ্ট পাওয়া
অকারণে ম'রে যাওয়া
দলিত মথিত হওয়া
তোমারই সৃষ্ট জীব কাঁদে শত শত।
আর না।
চোখ ভ'রে আসে কান্না।
যদি পারো—
উন্নত, সবল সুস্থ সৃষ্টি করো আরো।
সুন্দর সরল
ধুয়ে দিক এ পৃথিবীর জমানো গরল।

হে মহান
পৃথিবীতে সৃষ্টি করো আরো বড় প্রাণ,
তুমি ভগবান।

এসো, বেরিয়ে পড়ি।

এসো, বেরিয়ে পড়ি,
হাত ধরাধরি ক'রে বেরিয়ে পড়ি।

যাবে না?
অনেক বাধা?
মনটা মায়ায় বাঁধা?
সংসারে গেরো বাঁধা?
তবে তুমি থাকো ঘরে, আমি বেরিয়ে পড়ি।

মুক্ত আকাশে খরো সূর্য নেই,
ছায়া-ছায়া সারা পৃথিবী,
নরম-নরম ঘাস
ভিজে ঘাসে আরাম পরশ।
পাখি গায় গাছে গাছে,
বক ওড়ে সাদা ডানা মেলে,
হেলা-ফেলা দীঘিগুলো
জলে ভরা। পদ্ম ফুটে রাশি-রাশি
যেন, লজ্জা রাঙা ঢলঢলে মেয়ে।
আকাশের নীল গায়ে
ভেসে যায় সাদা মেঘ,
মনে হয় ঐ মেঘের মতোই আমিও উড়ি,
তাই বেরিয়ে পড়ি।

তুমি তো যাবে না আমি বেরিয়ে পড়ি;
আমার পায়েতে বাঁধা নেইকো দড়ি,
তাই বেরিয়ে পড়ি।

মনটা উড়ু উড়ু
মেঘ ডাকে গুরুগুরু
তবুও যাত্রা শুরু

আমি বেরিয়ে পড়ি।
পড়ি কি মরি ক'রে বেরিয়ে পড়ি।
যদি না পাও ব্যথা—,
তোমাকে শোনাবো এসে পথের কথা।
তুমি ব'সো সংসারি
আমি যাই তাড়াতাড়ি।

পথ চেয়ে আছে, পথ—
আমি বেরিয়ে পড়ি।

পারবো প্রমাণ দিতে

আমি যে ছিলাম এই পৃথিবীতে
প্রমাণ চাও ? পারবো কি দিতে।
বিস্মিত হবে, এমন করিনি কিছু ;
লজ্জিত হবে, এমনও করিনি কিছু ;
শ্রদ্ধা যে পাবো, তাও তো করিনি কিছু ;
ঘৃণ্য হবার মতোও করিনি কিছু।

শুধু, পৃথিবীর দেওয়া অন্ন করেচি ধ্বংস
হ্যাঁ, হ্যাঁ, বটে রক্ষে করেচি বংশ।।

বংশধরেরা আছে এই পৃথিবীতে
এই পৃথিবীতে একদা ছিলাম,
আমি, পারবো প্রমাণ দিতে।

আমি ভালবাসি

মানুষকে আমি
বড় ভালবাসি।
ভুল বোঝা, ভুলে ভরা
পদে পদে ভুল করা
মানুষকে আমি বড় ভালবাসি।

অবুঝ মানুষ
বোঝালে সহজে বোঝে
সরল বিশ্বাসী,
মানুষকে আমি বড় ভালবাসি।

বোকা বোকা।
খায় পদে পদে ধোঁকা
কেউ বা চালাক, বোঝে বেশী
আমি সকলেরে বড় ভালবাসি।

কেউ কাঁদে শুধু
কেউ হাসে শুধু শুধু
কেউ বেশী পেয়ে, আরো চায় বেশী।
এতটুকু পেয়ে, কারো গাল ভরা হাসি।
আমি ওদের সকলেরে ভালবাসি।

কারো বুক দুরু দুরু ভয়ে
পরোয়া করে না কিছু, কেউ।
কেউ লজ্জা অবনত
কেউ কথা বলে রাশি রাশি
আমি সকলেরে বড় ভালবাসি।

কেউ অহংকারী
কেউ অলংকার মোড়া

কেউ ফিটফাট ভারি
কেউ উপকারী। কেউ সর্বনাশা
ওদের সবার জন্যে
হৃদয়ে আমার, ভরা আছে ভালবাসা॥

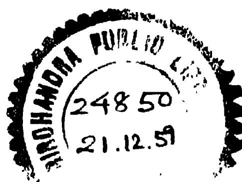
পেঁচা

বড় বড় দুটো চোখ, বাঁকা ঠোঁট, রাত জাগা পেঁচা,
তোমার স্বভাব আজ পেয়েচে মানুষে।
দিনের আলোতে তার বড় ভয়, অন্ধকার খোঁজে
তোমার স্বভাব আজ পেয়েচে মানুষে।

দু'টো চোখ বড়ো ক'রে চেয়ে আছে, কোথায় শিকার
কোথায় বসাতে পারে নখর আঙুল।
রাত হলে স্থুরু হয় অভ্যাসের পৈশাচিক খেলা
শিকারে বসায় তার নখর আঙুল।

মানুষে ভেবেচে, তুমি চঞ্চলার অতি প্রিয়জন
তাই সে তোমার মত অন্ধকার চায়
তাক করে চেয়ে আছে চঞ্চলার ধরিবে অঞ্চল
আলো নয়, তাই শুধু অন্ধকার চায়।

পেঁচা মুখ করে আছে, হাসি নেই, মনটা পেঁচালো,
ঐ শোনো অট্টহাসি। পর দুঃখে আনন্দে চেঁচালো।



শকুন

আমাদের আদর্শ তুমি হে শকুন,
আমরা তোমার মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চাই।
ক্ষীণ দৃষ্টি আমাদের—দেখি অন্ধকার।
অন্যায় যদিও দেখি, চুপ করে থাকি,
যদিও দুঃসহ হয়, ঢাকি চোখ হাতে।
কুদৃষ্টি কেহ যদি ঢালে দেহ 'পরে
ভস্ম করা সাধ্য নেই, অগ্নিদৃষ্টিবানে।
শকুন, তুমিই দাও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তব।

আমাদের আদর্শ তুমি হে শকুন,
তীক্ষ্ণাগ্র ঠোঁট দুটি আমাদের দাও।
ছিঁড়ে ফেলি জগতের অন্যায়ের টুঁটি
ছিঁড়ে কুটি কুটি করি সাধু বেশী চোর।
তুমিও ভাগাড়ে থাকো, আমরাও তাই,
চারিদিকে কংকাল, মৃত্যুর তাণ্ডব;
কেউ বেঁচে গেছে দেখি মৃত্যুর আশ্রয়ে,
কেউ বেঁচে আছে হায়, হয়ে মৃতপ্রায়;
তারা তো মরিতে জানে, জানে না বাঁচিতে
আমরা বাঁচিতে চাই বাঁচার মতন।
তোমার তীক্ষ্ণাগ্র ঠোঁট আমাদের দাও।

আমাদের আদর্শ তুমি হে শকুন,
তীক্ষ্ণাগ্র ঠোঁট আর তীক্ষ্ণদৃষ্টি তব
আমাদের আজ বড় বেশী প্রয়োজন।
পারিবে না দিতে? বেশ তবে দাও,
বিশাল-বলিষ্ঠ তব ঐ দুই ডানা।
বায়ু ভরে চলে যাই যতদূর পারি—
যেথায় মানুষ নেই, আছে বন্য পশু
সরীসৃপ শ্বাপদ যত, সহজ সরল।

উপকার পেলে, তারা উপকারই করে,
অপকার নয়—নহে বিশ্বাস-হনন।

হে শকুন, আমাদের শোকাতুর মন
অস্থির, চঞ্চল আজ। অনুনয় করি,
বলিষ্ঠ পক্ষ দুটি দাও আমাদের
চলে যাই বহুদূরে, যতদূরে পারি।

গাধা

মানুষের অত্যাচার, অপমান তুমি
মুখ বুজে স'য়ে যাও, আজন্ম সংযমি!
কুৎসিত কদর্য তুমি, তবু কর্মবীর,
কাজ করো, মার খাও, তবু ধীর স্থির॥

তোমার কর্কশস্বর হাস্যকর শুধু,
বিরক্তি আনে মনে, ঝরে নাকো মধু,
তোমার কর্কশস্বরে ত্রাস আনে কৈ?
ছেলেগুলো ল্যাজ টানে, করে হৈ হৈ॥

তোমার ওজন যতো, তারো চেয়ে বেশী
ওজনের ভার বহো, তবু শেষাশেষি
ভাগ্যে থাকে আধ-পেটা। ওগো ভারবাহি,
অন্যে দেয় গালাগাল, আমি যশ গাহি॥

তুমি তো জানো না, গাধা, এটা কলিকাল।
মুখ বুজে থাকা মানে খাওয়া গালাগাল।

কোন বুড়ো-গরুর প্রতি

আবার কি ? তোমার পেছনে অনেক হয়েছে করা,
গোয়াল ঘরেতে মশার জন্যে অনেক দিয়েছি ধুনো,
বর্ষার কালে গোয়ালের চালে বদলে দিয়েছি টালি,
কুচিয়ে দিয়েছি খড় ঘাস আর চুনি ভুসি রাশি রাশি;
বস্তা কেটে তা' সেলাই ক'রে দিয়েছি গায়ের 'পরে
শীতের কষ্ট পাওনি কখনো, রেখেছি যত্ন ক'রে।

অবশ্য তুমিও দিয়েচো দুধ, মিথ্যে বলবো না,
দুধ খেয়ে আর দুধ বেচে বটে অনেক করেচি টাকা,
ছেলে মেয়ে বৌ আমরা সবাই খেয়েচি তোমার দুধ,
দই সন্দেশ রাবড়ী বা ক্ষীর কিছুই যায়নি বাকী
এবং তোমার গোবর চোনা, কাজেই লেগেচে বটে,
অসুখে দিয়েছি চোনার শেঁক, গোবরে দিয়েছি ঘুঁটে।
কাঁচা বাড়িটাকে ভেঙে ফেলে বড় দালান করেচি খাড়া,
লক্ষ্মীমন্ত হয়েচি এখন, ছিলাম লক্ষ্মীছাড়া॥

দিয়েচি, দিয়েচো, ঠিকই হয়েচে। ঠকাইনি কেউ কাকে
দেওয়া-নেওয়া-যুগে ঠিকই হয়েচে আমাদের লেনদেন,
এখন তোমার বয়েস হয়েচে, বন্ধ হয়েচে দুধ,
বন্ধ কাজেই তোমার পেছনে অযথা খরচ করা।

জানোয়ার, তাই বোঝোনা তোমরা মানুষের এই ধর্ম,
হাত তুলে মোরা দিই না কাকেও, যদি না সে কিছু দেয়,
বুড়ো বাপকেও খাতির করিনে যদি না খাটতে পারে,
এম্পায়ারেতে নাচ দেখে তবে বন্যায় দিই টাকা।
জীবনের রস নিংড়িয়ে নিয়ে তবে দিই তাকে ভাত,
যুবতীকে আগে ভোগ ক'রে নিয়ে তবেই উপুড় হাত।

বুড়ো জানোয়ার। ব্যথা পাবে তুমি আমার সরল কথায়,
কিন্তু উপায় নেইকো কিছুই, আমি তো মানুষ বটে,

শুধু দিয়ে যাবো, পাবো না কিছুই, এসব চলে না আর,
যে দামটা দিয়ে কিনেচি তোমায়, সেটা তো ফেরত চাই,
কী করে সে টাকা ফেরৎ আসবে, ভেবে তা করেচি ঠিক,
কসাইয়ের কাছে বেচবো তোমায়, কিছুটা আসবে ঘরে।

ক্ষতি হবে বটে তোমার জন্যে, কী আর করবো বলো ?
বুড়ো হয়ে গেচো, অনেক করেচো, খাতির করাই গেলো॥

কুকুর

জুটো খেতে দিয়ে কিনে নিতে পারি
তোকে রে কুত্তা, এত তোর কম দাম।
পেটের খিদে কি এত, এত বেশী
যার তরে দেওয়া যায় নিজেকে বিকিয়ে ?

প্রভুভক্তি ? মিঠে বুলি ঢের শোনা আছে,
ওসব সত্যি দেখি তোর কাছে শুধু,
মানুষ'ও তো খায় দেখি পর-অন্ন পেলে।
অন্নদাতার তবু করে অপকার।

তুই কিন্তু পা চাটিস, যে দেয় ভাত,
তার জন্যে রাত্রে তোর চোখে নেই ঘুম,
গলায় শেকল বাঁধে, গলাটা বাড়াস্
নিজেকে বিকাস্ তুই, যদি খেতে পাস্।

যার আছে ভাত, আজ তার হাতে চেন্,
তোর বুঝি জানা আছে এই লেন দেন ?

সাপ

সাপের বিষে কি অত বিষ আছে
যত বিষ আছে মানুষের মনে ?
সাপের বিষেতে রোগও সারে জানি
মানুষের বিষে সে গুণ আছে ?

সাপ তো ছোবল শুধু তাকে মারে
যে তাকে খোঁচায় কাঠি দিয়ে,
অথচ মানুষ দেখি যাকে তাকে
সুবিধা পেলেই ছোবল মারে ।

শিকারও হয়তো ছাড়া পেয়ে বাঁচে
সাপের পেঁচানো বাঁধন থেকে ।
যে শিকার পড়ে মানুষের প্যাঁচে
দেখেচো কি তুমি, কখনো সে বাঁচে ?

সাপকে খোলস ছাড়তে দেখেচি
নড়তে পারে না সহজে আর ।
ভোল্ বদলিয়ে মানুষ পালায়
অতি সহজেই, এ আমি দেখেচি ।

দেখেচি, দেখেচি, অনেক দেখেচি,
গরল ভরাকে ভেবেচি সরল ;
মানুষের বিষ সাপের বিষকে
লজ্জা দিয়েচে ; অনেক দেখেচি ॥

জুতো

তোমাদের আমরা হলাম পায়ের জুতো ;
তোমরা চলো, আমরা খাই খোয়ায় গুঁতো ;
তোমাদের নরম পায়ে আরাম দেওয়া কাজ আমাদের,
তোমরা উঁচু আমরা নীচু, পায়ের তলায় তাই তোমাদের,
নতুন নতুন যত্ন করো, কাজ ফুরোলেই ফেলো ছোঁড়ো,
নতুন আবার ঘরে ভরো, দরকারি যে পায়ের জুতো
তোমাদের আমরা হলাম পায়ের জুতো।

আমরা পায়ের অলংকার
(তোমাদের) তাই দেখিয়ে অহংকার
তবু ঘরে ঢোকার অধিকার
নেই আমাদের, পায়ের জুতো
আমরা যে গো পায়ের জুতো।

আমাদের নেইকো 'soul'
তাই হয়েচি জুতোর সোল্
'হাঁ করা' তাই, হাঁ ক'রে তাই
আছি সদাই। মুখে ভরো পা, গায় গো যতো
তোমাদের আমরা যে গো পায়ের জুতো।

নীচু জাতের কাউকে পেলে
আমরা তাকে দিই জুতিয়ে
তোমাদের রাগ ঠাণ্ডা হয়
আমরা যখন দিই গুঁতিয়ে ;
পরে দেখি আমরাই পর
বুড়ো হলেই তোমাদের ঘর
ছেড়ে দাঁড়াই পথের 'পর
পায়েতে আর স্থান হয় না, এমন ভাগ্যহত।
তোমাদের আমরা যে গো পায়ের জুতো।

কাজ করো

সামনে অনেক কাজ
কাজ করো। কাজ করো।
আস্তিন গুটিয়ে নাও
ধরো, কোদালটা ধরো।
কাজ করো, কাজ করো।

তোমার শক্ত হাত
আমাদের বড় দরকার
তোমার লোহার হাতে
করবে কি উপকার ?
তবে কাজ করো। কাজ করো।

স্বদেশ যাদের কাছে হয়েছে বিদেশ।
প্রীতি চায়, পেয়েছে তো অনেক বিদ্বেষ
তারা তো তোমারই ভাই, ধরো হাত ধরো,
তাদেরই জন্যে তুমি আজ কাজ করো।

বন কেটে সাফ করো
উঁচু মাটি নীচু করো
পথ করো, মত্ করো
কাজ করো। কাজ করো।

ঘর করো। চাষ করো।
পরকে আপন করো
নিজেকে মানুষ গড়ো
কাজ করো। কাজ করো।

তেনজিং

তেনজিং, অজ্ঞাত তুমি পাহাড়ী পুরুষ,
আজ হলে বিশ্বের বিস্ময়।

অন্ধকার রুক্ষ আর দুঃখ ভরা পথে
চল্লিশ বছর প্রায় এলে একা চলে,
দাঁড়ায়নি পাশে কেউ ;
কেউ তো আসেনি কাছে বন্ধুত্বের মালা নিয়ে হাতে।
স্ত্রী-কন্যার হাত ধরে ধাপে ধাপে চলেছিলে
সংসারের কঠিন পাহাড়ে ;
অভাবের চাপে পড়ে দীর্ঘশ্বাস কত
মিশে গেছে হিমাদ্রির তুষার মরুতে !
সেদিন তো জানায়নি কেউ, বন্ধুত্বের সামান্য আশ্বাস !
অভিমানে জর্জরিত কেঁদেছিলে বুঝি
হিমালয়-পদতলে, বুকে নিয়ে উচ্চ আশা !
হয় মৃত্যু, নয় মান—এই ছিল মনে,
তাই কোন মানা, কোন বাধা মানো নাই,
দৃষ্টি ছিল গিরিশৃঙ্গ 'পরে।

তেনজিং, তুমি কি জানতে আগে
এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গ 'পরে
জমা আছে কঠিন তুষারে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি মান, যশ ?
তুমি কি জানতে আগে
মরণের ছদ্মবেশে
ঐখানে ঢাকা আছে যশের দুয়ার ?

ইংরাজের শৃঙ্গ অভিযানে হতে যদি মৃত্যু কবলিত
কে জানিত তোমার সংবাদ
নেটিভ পাহাড়ী পথ-প্রদর্শক তুমি।

দৃঢ় পদক্ষেপ যদি সহসা অবশ হতো,
ঝঞ্ঝাবায়ে ঝরে যেতে তুষার গহ্বরে,
দেহ আর আশা যেতো চাপা পড়ে হায়
রূপোর মতন রূপ নীরব তুষারে—
নগণ্য দুর্ঘটনা এক :
বৃটিশের শৃঙ্গ অভিযানে
অক্ষম পাহাড়ী এক পথ-প্রদর্শক
পড়ে গিয়ে মরে গেছে—
সংবাদপত্রের নহে প্রকাশের যোগ্য এ সংবাদ।
বিলাসিনী দার্জিলিংয়ে অবজ্ঞাত তুংসুং বস্তিতে
সংবাদ পৌঁছিলে তোমার স্ত্রী-কন্যারা শুধু
কাঁদিত আকুল হয়ে ;
সে ক্রন্দনধ্বনি শুনে তোমার দুয়ারে
পড়োশীরা বড় জোর এসে হতো জড়ো ;
তার বেশী কিছু নয়, কিছু নয়—
তার চেয়ে বেশী কিছু ঘটিত না বড়ো।—
হে তেনজিং, সংবাদপত্রের আজ অতি বড়ো বীর।

এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গ পরাজয় মেনে
জয়ের মুকুট আজ পরায়েছে তোমার মাথায়।
তাই তো তোমায় দেখি, সবার মাথায়।
সবাই তোমাকে বলে আপনার জন।
তোমার গরবে আজ আমরা গরবী—
সবারে জানাই তাই তুমি এই দেশী,
আমাদের নিকট আত্মীয়।
কি খাও, কি পরো তুমি, কতখানি উঁচু,
তোমার বাপের নাম, তোমার বৌয়ের নাম, মেয়েদের নাম,
মুখস্থ বলতে পারি, তেনজিং ভাই।

শোনো বলি এক কথা। অতি খাঁটি কথা।
সহজ সরল তুমি পাহাড়ীয়া বীর।

যা নেবার, যা পাবার, তুমি প্রাপ্য মনে করো
লজ্জা ছেড়ে চেয়ে নাও, সুদিনে তোমার
প্রশংসামুখর, ভুলো, আমাদের কাছে।
পৃথিবীর হাসি-কান্না বহু আছে জমা
বহু আছে বিচিত্র ঘটনাঘটন—
সে সব তো লেখা হবে একে একে এই
পৃথিবীর ফ্রেমে বাঁধা শ্লেটে,
মুছে দিয়ে তোমার কাহিনী।
শুধু প্রতি বৎসরে মে মাসের উনত্রিংশে তারিখে
পরাবো তোমার গলে পুষ্পমাল্য শুধু
'তেনজিং-দিবসে' বন্ধু। আর কিছু নয়।
তেনজিং, ভুলো না তুমি বড় ভীড় এই পৃথিবীতে।
তেনজিং, ভুলো না তুমি—
যে উষ্ণিশ বোম্‌-ভোলা ভোলা মহেশ্বর
পরায়েছে তোমার মাথায়, তুষারে প্রস্তুত তাহা—
গলে যায় উষ্ণ বায়ু পেলে।

হে সরল, বলি শোনো, তোমার সুদিনে—
ভীৎ করো আরো পাকা
প্রাপ্য যাহা দাবী করো
প্রশংসামুখর, ভুলো আমাদের কাছে।
সুদিন থাকে না বসে,
সুযোগ আসে না রোজ লোকের দুয়ারে।
সবাই গুছিয়ে নেয় 'মোকা' পেলে জেনো,
যে পারে না, সেই বকে একে-ওকে-তাকে,
অনুতাপ করে মনে মনে।

এখানে কল্পনা নেই, কঠোর বাস্তব।
পদক, উপাধি আর পুষ্পমাল্য সবই,
হাওয়া ভরা রঙীন ফানুষ,
জল-জমা রূপোর পাহাড়—ফাঁকি—

যা দেখেচো এভারেষ্ট 'পরে।
যে রূপোয় পৃথিবীর রূপের বদল,
যে রূপোর পাহাড়ে উঠে অনেকেই দেখে,
নীচে যারা আছে তারা অতি ছোট ছোট—
সে রূপোর পাহাড়ে তুমি শুরু করো ওঠা
হে শেরপা তেনজিং,
বাজে শিরোপায় তুমি ভুলো না সরল।

গিরিজয়ি, জয় করো রূপোর পাহাড়
এভার-রেষ্টে তোমার কাটবে জীবন।
বন্ধুর পথ ছেড়ে জীবনের রথ
চালাও মসৃণ পথে, হে বন্ধু আপন।

পুরুষের রূপ

পুরুষের রূপ তুমি মন দিয়ে দেখেছো কখনো ?
দেখোনি, দেখোনি।

ছোট ক'রে কাটা কোঁকড়ানো কালো চুল,
চওড়া কপাল। উন্নত নাসা। এক জোড়া ভুরু ; যেন রামধনু।
প্রখর চোখের দৃষ্টি।
এক জোড়া কালো গোঁফ, সরু করে ছাঁটা পরম যতনে।
পুরু ঠোঁট, নারীর পরম কাম্য।
শুভ্র দাঁতের সার। ধারালো, সবল আর হিংস্র ভীষণ—
অথচ শুনেছি, ঐ দাঁতের কামড়
অদ্ভুত কৌশলে সে দিয়ে থাকে রমণীর লজ্জা-রাঙা গালে ;
তাতে দাগ পড়ে শুধু। পরম আরামে নারী চক্ষু মুদে রয়।
পুরুষের সবল চোয়াল চরিত্রের দৃঢ়তার কঠিন স্বাক্ষর।
বুকের উপরে আঁটা মসৃণ পাথর দু'খানা,
ভিতরে নরম প্রাণ।
রাগলে চণ্ডাল আর ভালবেসে বোকা ব'নে যায়।
প্রেয়সীর হাতের পুতুল। প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে সাক্ষাৎ সমন।
বাইরে দোর্দণ্ড প্রতাপ, হাড়ে কাঁপে সবে
বিশাল বলিষ্ঠ বাহু, পেশী ঢেউ তোলা
বিস্ময় ভীতির ঢেউ জাগায় হৃদয়ে—
প্রবল শত্রুও দেখি মানে পরাজয়।
অথচ সে হার মানে অতি সহজেই
কিশোরীর কালো দু'টি আঁখির আঘাতে।
বাঘকে যে বন্দী করে অতি অবহেলে
হরিণীর পাছে ছুটে হয় দিশেহারা।
এমনি কর্মবীর, অকর্মণ্য জীব—পৃথিবীর অদ্ভুত পুরুষ।

তবু সে সুন্দর।
দৃঢ় পেশী, দৃঢ় মুষ্টি, দৃঢ় জংঘা উরু
অপূর্ব। অসীম শক্তির মাংসল স্বাক্ষর।

যে শক্তির কাছে নারী বশ্যতা স্বীকার করে
মথিতা, ধর্ষিতা হয় চরম পুলকে।

অভিনয় জানে নারী—
মুখে'না-না' করে কিন্তু মনে মনে চায়
পুরুষের পেশীর দলন।
পুরুষের জানা নেই অত অভিনয়,
মনে ইচ্ছা জাগে যেই
নারীকে আয়ত্ব করে জংঘা বাহু বলে সৃষ্টির উল্লাসে।

পুরুষের রূপ তুমি দেখোনি, দেখোনি?
শিব-মন্দির গায়ে দেখেচো পাথর
অপূর্ব খোদাই করা?
তা যদি দেখেচো তুমি, দেখেচো পুরুষ,
দেখেচো তো পুরুয়ের অপরূপ রূপ।
দেখা হয়ে গেচে তবে পুরুষের কারুকার্য দেহে,
দেখেচো তা হলে তার ভোলানাথ রূপ, অন্তরে প্রতিষ্ঠা করা

সৃষ্টির কামনা আছে শিব লিংগ রূপে
যা একান্ত পুজনীয় রমণীর কাছে।

শীত এলো

শীত এলো ;
ফুটপাথে ঐ দেবদারু গাছে মরা পাতাগুলো
একে একে সব ঝ'রে গেলো।   শীত এলো।

ঘরে ঘরে তাক থেকে
একে একে
পাড়া হলো লেপ কাঁথা যত ইঁদুরে পোকায় কাটা।
মারো ঝাঁটা
গৃহস্থের শত্রুদের মুখে।
জানিনে কী সুখে—
সেদিনের লেপ কাঁথাগুলো কেটে করে ছারখার।
একেই তো শুধু হাহাকার।

শীতের সন্ধ্যা, ধোঁয়ায় আকাশ ভরানো।
ধোঁয়ার পর্দা সরানো
নয়কো মোটেই সোজা।
একহাত দূরে কে আছে, কী আছে, যায় না দেখা বা বোঝা।

শীত এলো।   মুখে হাসি দেখি, যাদের পয়সা আছে।
যাদের বাক্সে আছে—
থাকে-থাকে মাফলার, সোয়েটার, শাল বা র‍্যাপার।
শীতটা তাদেরই কাছে সুখের ব্যাপার।
গরীবের কাছে নয়।
ফুটপাতে শোয়া বন্ধ হয়।
আগুন জ্বালিয়ে পাশে বসে আর ভাবে
কতদিন আর কাটবে এভাবে।

আর ভাবে, মেসের কেরাণী, তার গায়ে ছেঁড়া কাঁথা—
শুয়ে আছে এক ভাঙা চৌকিতে।   মন গেছে যেথা

প্রিয়তমা আছে।
দেশে বুড়ি-শাশুড়ির কাছে
শুয়ে আছে হেলফেলা প্রিয়া তার গুড়ি সুড়ি মেরে—
সারাটা দিনের হাড় ভাঙা কাজ সেরে।
অথচ সেই শীত-শীত রাতে
একই লেপে প্রিয় আর প্রিয়তমাতে
জড়িয়ে লাগায় ঘুম ; কাটে সুখে রাত।
সে বাড়ীটা মেস থেকে নয়কো তফাৎ।

রাত্রির শেষে, ভোরের কুয়াশা ফ্যাকাশে ;
সুর্যের আলো নরম, ঠাণ্ডা আকাশে।
পীচ-পথ স্যাঁতসেঁতে—
কফ-সর্দিতে ভ'রে আছে পথ, সাবধানে হয় যেতে ;
ঘিন ঘিন করে গা-টা—
যেখানেই ভয়, সেখানেই পড়ে পা-টা।
নোংরামি জাতিগত।
বুঝেও বুঝিনে, বোঝাবে তোমরা কত ?

সিনেমা হলেও সেই খকখকে কাশি
বাসা বেঁধে আছে সর্বনাশী।
একবার শুরু হলে কাশা
রিলে-রেশ চালু হয়। যা শুনতে আসা—
শব্দ তার চাপা পড়ে যায়।
শিল্পীমন করে হায় হায়।

সর্দি হ'য়ে নাক বন্ধ। তাই—
দালদা-ঘিয়েতে কোন ভেদাভেদ নাই।
শীত আগমনে—
এ-ও এক মস্ত লাভ, জানি মনে মনে।

তবে, ডাক্তারের শুভদিন এলো।
পয়সার দুর্ভাবনা গেলো।

নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে
'কলে' ছোটে ; পকেটের পেট যায় বেড়ে।
গৃহস্থের ঘরে আছে বাজারের টাকাটি সম্বল ।
তবু মৃত্যুভয়ে দেখি ডাক্তারের দিতে হয় 'কল্' ।
বাঁচলে অনেক খাদ্য পরে খাওয়া যাবে—
মনে মনে ভাবে।
ডাক্তার রুগীর বুকে চেপে ধরে নল ।
বুক করে সাঁই সাঁই। চক্ষু ছল ছল।

শীত এলো। প্রতিবার যেমন সে আসে।
কেউ ভয় পায়, কেউ একগাল হাসে ॥

মিছিল

বিচিত্র এ পৃথিবীতে বৈচিত্র থাকাই উচিত
এ দেখে আঁৎকে উঠা মুর্খতার নামান্তর শুধু
যে-কে সেই হ'য়ে থাকা চলে না এ সচল জগতে
নতুন দিনের আলো, ঘরে এলো, খোলা জানালাতে।

ছিল যারা প্রথম সারিতে, তারা যাক পেছনে এখন
পেছনের অবজ্ঞাত খাড়া হয়ে দাঁড়াক সম্মুখে
বুড়ো হ'লে শুনেচি তো লোকে হয় শিশুর মতন
নতুন জগতে তাই হেলাফেলা বৃদ্ধের বচন।

পুরুষ যদিই দেখে রমণীর সুঠাম যৌবন
রমণী যদিই দেখে পুরুষের ঢেউ তোলা পেশী
এ-মেয়ে পড়েই যদি ও-ছেলের প্রেমেতে তা হ'লে—
ক্ষতি নেই। বেঁধে দাও এর-ওর কোঁচাতে আঁচলে।

মন্দিরে ঢোকেই যদি হাড়ি মুচি ডোম বা মেথর
পেটের জ্বালায় যদি চুরি করে ক্ষুধার্ত মানুষ
অবজ্ঞাত বলে যদি মানি নাকো ঈশ্বর-ফিশ্বরে,
তুমিও রাগবে নাকি বিচিত্র এ সোনার সংসারে ?

মুর্খ যদি তর্ক করে, ভাবে নিজে অতীব পণ্ডিত
পুরোহিত মন্ত্র-ছলে অংবং যা তা বকে যায়,
স্কুলের ছেলে যদি রাফবুকে কবিতা লেখেই
দোষ নেই। পুরোন এ পৃথিবীতে বৈচিত্র তো চাই।

বিশ্বাসঘাতকতা, ঘৃণা, স্নেহ, ভালবাসা
সবই তো মিশিয়ে আছে এই পৃথিবীতে ;
শুধুই মিষ্টি খাবে, টক খেতে ভয় যদি এত,
তবে তো জীবন্ত পৃথিবীতে তুমি হ'য়ে আছো মৃত।

হত্যাকারী, প্রতারক বা ঘর-শত্রু বিভীষণ
পাপী, তাপী, সতী, বেশ্যা, লম্পট বা সাধু
সবার জন্যেই বন্ধু, উদার এ পৃথিবী
তোমার একার নয়।   দুঃখ পেলে? সত্য এ সবই।

বাড়ী তো মাথায় করো, পান থেকে চুন যদি খসে
কারণ, সেখানে তুমি শক্তিমান বিধাতার মতো।
তোমার ভাল না লাগা বাইরেতে কার কিবা আসে
তোমার রাগ বা অশ্রু জনস্রোতে যাবে শুধু ভেসে।

মিছিল হয়েচে বার, তুমি আমি সবাই মিছিলে;
তুমি যদি লজ্জা পাও, থেমে যাও, ব'সো পথপাশে—
মিছিল যাবে না থেমে। তুমি নেই জানবে না কেউ,
কালের সমুদ্র তীরে মানুষ চলেচে পেতে বৈচিত্রের ঢেউ

ভবিষ্যৎ

জীবনকালে মনের জ্বালায়
জ্বলেচি আর জ্বালিয়েচি তো যে এসেচে তাকে ;
মরার পরেও জ্বলবে যখন
কঠিন কাঠামখানা—
আমার চিতার ধোঁয়ায় জ্বালাতনে পড়বে তারা
আসবে যারা এগিয়ে দিতে খানিকটা পথ
সাধ্যমত তাদের।

ধোঁয়া লাগা তাদের চোখের জল
মিলিয়ে যাবে
চিতায় যখন ঢালবে তারা জল।
ভাবচো তুমি,
রেখে গেলাম যাদের
চক্ষু তাদের করবে ছলছল।

হতে পারে। কিছুক্ষণের তরে।
তারপরেতেই ভুলে যাবে তারা।
ঝুলবে শুধু ফটো আমার
ঘরের কোণের বালি ঝরা নোনা দেওয়াল 'পরে।
ছ'দিন পরে ফটোটা হয়তো কোনো ঝড়ে
যাবে পড়ে মাটির 'পরে,
কাঁচটা যাবে ঝনঝনিয়ে ভেঙে। তখন ছবিখানা ?
তাইতো এখন ছবিখানা রাখা যাবে কোথায় ?
রাখো না ছাই হোথায় কয়লা ঘরের পাশে।
তাতে কীইবা যায় আসে।

যদি রেখে যেতাম কিছু, যাবার আগে।
তবেই তো গো লোকের ভালো লাগে।

তবেই তো সোনার জলের ফ্রেমে
বাঁধানো যায় দামী তেলের ছবি।
জন্মোৎসব, স্মৃতিবাসর জমে তখন সবই।
কিন্তু জানোই তো আমি দিলাম কি?
যে, বলব আমি দিচ্চো আমায় কি?
নতুন কিছু আবিষ্কার তো করিনি কোনো আমি।
এমন কিছুই করিনি যা কাগজে উঠতে পারে।
চ্যারিটেবল্‌ হাসপাতালে দান তো আমার নেই,
পাথর দিয়ে বাঁধাইনি ঘাট গঙ্গা নদীর ধারে।
দেশের কাজ? তাই বা এমন কৈ, করেচি কৈ?
কাজেই এখন হায়-হায়; কারণ, করিনি হৈ হৈ।

ঘরে নানান বই করেচি জড়ো।
জঞ্জাল সব। ধুলো জমবে বড়ো।
তাই, হেঁকে যাওয়া কাগজওলা ডেকে
বেচে দেবে দু'আনা সের দরে
আমার মরার পরে।
আর আজে বাজে বই লিখেচি যা
তার অবস্থাটা কী যে হবে জানিই আমি তা।
বাজারে বই কাটবে না তো, কাটবে উইয়ে তাই;
কিংবা হবে ছাই
উনুনের ঐ অগ্নিগর্ভে গিয়ে।

এমন লোকের নীরব দেহ নিয়ে
সরবে হায় হল্লা করায় লাভ তো কিছু নেই।
তাই পারো যদি দিয়ো আমার স্তব্ধ বুকের 'পরে
একটি মাত্র সদ্য ফোটা সুগন্ধী বেল ফুল।

পোড়াতে চাও পুড়িয়ো, কিংবা ভাসিয়ে দিয়ো জলে।
তলিয়ে যাবো কালের অতল তলে।

পৃথিবীটা ঘোরে

এই পৃথিবীটা ঘোরে নিজের চালে।
কারো ধার ধারেনি কখনো, ধারবে না কোনোকালে।
কে গেলো, কে এলো,
কে হেসে কাটালো,
কার মুখ ভার হলো,
চেয়েও দেখে না, চলে নিজের চালে।
পৃথিবীটা থাকে তার নিজের তালে।

পৃথিবীটা ঘোরে,
ঘোরে, পৃথিবীর হালচাল।
দেখে, একদল খুশি, একদল পাড়ে গাল।

পৃথিবীটা ঘোরে,
ঘুরে যায় মানুষের মন।
চোখ পড়ে রক্তশোষা গদীটার দিকে
জনগন চায় ফিরে তাদের অস্থিতে গড়া রত্ন সিংহাসন।

তুমি চাও বাধা দিতে কাকে ?
সবাই টানচে দড়ি, মন-রথ ঘর্ঘর চলে,
ভয় নেই রথের চাকাকে ?

না চাও টানতে দড়ি,
চেয়ে ছাখো, ঐ রথ-চলা—
হয়তো কখন এসে, দাঁড়াবে দড়ির পাশে,
মনের কথা কি যায় বলা ?

পেরজাপতি

পেরজাপতি, পেরজাপতি,
তুমিই হলে পেরজা-পতি
তুমি কর গো আমার গতি
পেরজাপতি, পেরজাপতি।

পেরজাপতি, পেরজাপতি,
ফুলের মধু মিষ্টি অতি
দাও এনে গো, এই মিনতি।
পেরজাপতি, পেরজাপতি।

পেরজাপতি, পেরজাপতি,
ঐ যে মেয়ে, যেন রতি
আমার দিকে ফিরাও মতি,
পেরজাপতি, পেরজাপতি।

পেরজাপতি, পেরজাপতি,
উড়তে শেখাও, নাইকো ক্ষতি
হাল্কা পায়ে বাড়াও গতি,
পেরজাপতি, পেরজাপতি।

পেরজাপতি, পেরজাপতি,
এনে দাও গো রূপবতী
তাকে নিয়ে ঘর বাঁধবো,
তোমার রাজ্যে পেরজাপতি।

পেরজাপতি, পেরজাপতি।

পাড়ার গলি

আঁকা-বাঁকা গলি,
পীচের পালিশ করা।
মাঝে মাঝে পথে পীচ উঠে যাওয়া,
ক্ষত সাক্ষী এখানে সেখানে।
পৌরসভার কোন বিশেষ কারণে,
খোঁড়া হ'য়েছিল বটে সে সব জায়গা
গাঁইতি কোদাল দিয়ে—
দয়া ক'রে সেটা সেরে দেওয়া দরকার—
এ খেয়ালটা আজো মাথায় আসেনি বুঝি,
তাই আছে খোয়া চাপা ঢিপি উঁচু হ'য়ে
রোলার আসেনি আজো।
সে ঢিপির গায়ে মোটরের চাকা লেগে
লাফ দিয়ে ওঠে গাড়ি,
ড্রাইভার বলে : শালা।
ছোট ছেলে খায় হোঁচট সেখানে
কোকিয়ে কেঁদে সে ওঠে,
হাঁটু ছ'ড়ে গিয়ে রক্তের ধারা ঝরে।
তবু গলি-বাসী সব কখনো করেনি গোল্ ;
কর্ দিয়ে যায় পৌরসভার
নিয়মিত গুণে গুণে।

এখানে সেখানে রাখা আছে ডাষ্টবিন
পাড়ার লোকেরা তাতে ফেলে না ময়লা,
কাছে গেলে পাছে ছোঁয়া যায় ডাষ্টবিন
দূর থেকে তাই ছুঁড়ে দেয় ছাই পাঁশ
হাওয়ায় উড়তে থাকে ;
ঢুকে যায় ছাই পড়োশীর খোলা ঘরে—
পড়ে গিয়ে দুধে

যে দুধ খাওয়াবে মা শিশুকে এখুনি স্বাস্থ্যের আশায়।
যে দুধে মিশেছে জল, জ্বালের আগেই
তাতে যদি মেশে ছাই
কী এমন ক্ষতি ?
হয় শিশু ম'রে যাবে, নয়তো বাড়বে সে,
শত্রুদের মুখে দিয়ে ছাই
(যদি থাকে আয়ু তার।)

যুদ্ধের বছরে পোঁতা নলকূপগুলো নিশ্চিহ্ন এখন।
চিহ্ন আছে শুধু তার—চৌকো পাকা মেঝে,
ভাঙাভাঙা।
সিংহমুখী কলগুলো রাস্তায় দাঁড়ানো,
আজো দেয় জল ঠিক
যেমন দিয়েচে আগে যুদ্ধপূর্ব দিনে।
অতি ভোরে আসে সব খোট্টারা সেখানে
স্নান সেরে নিতে।
স্নান করে তারা, আর মন্ত্র বলে মুখে
সেই শুনে ভাঙে ঘুম বাঙ্গালী বাবুর
কলের সামনে বাড়ীর দোতলার ঘরে।
বেলা বাড়ে।
ক্রমে বাড়ে ভীড় কলের তলায়—
মেয়ে পুরুষেয় ভীড়।
ঘড়া কলসীর বালতীর আমদানী।
কার পালা আগে
তাই নিয়ে লাগে
ঝগড়া কখনো, কখনো বা হাতাহাতি।

গলিটার গায়ে সাঁটা
এক টুকরো চৌকো মাঠ—
দম আটকানো রুগীর অক্সিজেন।

মাঠের মালিক যিনি, কেউ তাঁকে চেনে না তো,
অথচ সবাই চেনে বারোয়ারী মাঠ।
সেখানে সবই যে হয়—
কবির লড়াই, থিয়েটার, যাত্রা, ভলিবল, বক্তৃতা,
ম্যাজিক-লণ্ঠন, আর ষাঁড়-গরু চরা।
দুর্গা পুজোও হয়,
আরো সব পুজো, পাঁজীতে যা সব আছে।
রক্ষাকালির পুজোও হয় এক রাত
পাড়ার কল্যাণে।

এইতো সেদিন
যাত্রা যখন হ'তো ঐ মাঠটাতে—
লেগে যেতো ভীড় ছেলেমেয়েদের।
যাত্রা পার্টির বাক্স বোঝাই সাজ,
ত্রিশূল ধনুক খাঁড়া আর বল্লম—
আসতো বোঝাই হ'য়ে ঠেলাগাড়ি ক'রে।
মাঠের কাছেই লাল বাড়ীটার ঘরে
সে সব নামানো হ'তো—
যাত্রা পার্টির সাজঘর হ'তো সেটা।
রহস্যময় বালি ঝরা বার-ঘর,
সব জানালাই কঠিন পাষাণ, বন্ধ
তবু ছেলেগুলো উঁকি ঝুঁকি মারে শুধু
তাড়া খেয়ে শেষে পালায় যে যার বাড়ি।

শুরু হয় যাত্রা,
রাত্রি দশটা বাজে।
রান্নার পাট সেরে, ছেলেকে পাড়িয়ে ঘুম
বৌঝিরা একে একে
বসে এসে চিকের আড়ালে।
পাড়ার মুরুব্বি যারা, তাদের তাদের আসন

আসরের ধারে ধারে।
কেউবা এনেচে বেঞ্চ বাড়ি থেকে ধরাধরি ক'রে
বসতে তো হবে একটু আরাম ক'রে।
হাঁটু মুড়ে বসা বড়ই কষ্টকর,
কোমরের ব্যথা থাকলে তো কথা নেই।

গুলিখেলা ছেলেগুলো
ছিটের ইজের পরা—
রাত জেগে তারা যাত্রা দেখবে ব'লে
কাগজে মোড়কে এনেচে নস্যি কিছু,
অথবা শিশিতে জল।
ঘুম যেই পাবে নস্যি টানবে জোরে
শিশি থেকে ঢেলে জল নিয়ে দেবে চোখে।

শুরু হতো পালা।
রাজায় রাজায় যুদ্ধ এবং তীব্র আস্ফালন
অঙ্গ ভঙ্গী আর সে কী অভিনয়!
সেই সাথে বিবেকের গান।
দাড়ি চাঁচা রাণীদের ন্যাকা ন্যাকা কথা
আর সখি-ছেলেদের নাচ।
আসর গরম হ'তো,
চারিদিক থেকে শোনা যেত উচ্ছ্বাস:
ঘুরে ফিরে ভাই!

আসরের আড়ালেও ব্যাপার মন্দ নয়।
বেনারসী পরা রাণী, খাঁড়া হাতে ভীষণ ঘাতক
দু'জনায় বিড়ি টানে, হাসে, কথা বলে।
একপাশে বসেচে দোকান,
আলু কাবলি ও পান-বিড়ি লেমনেড
বেচাকেনা হরদম চলে—
যাত্রা শোনার দোকানীর নেইকো সময়।

সেদিন এখন নেই।
চোখে জল দিয়ে অথবা নস্যি টেনে
রাত জেগে যারা যাত্রা দেখেচে আগে
এখন সবাই হয়েচে সেয়ানা বড়।
নাক সিঁটকোয় যাত্রার নাম শুনে।
এখন লায়েক তারা,
ফোঁকে তারা কাঁচি-সিগারেট।
পকেটে চিরুণী গোঁজা, স্যাণ্ডেল ঢিলে পরা,
ফুলপ্যাণ্টের 'পরে সার্টটা ঝুলিয়ে পরে।
হাল ফ্যাশনের আলো যে লেগেচে চোখে—
যাত্রা অচল তাই।
যাত্রা হয়েচে শুরু নতুন ধরণে।
ষ্টেজ বেঁধে তাই থিয়েটার হয়,
শিশির ভাদুড়ি চালে—
ভাড়া করা বহু চেয়ার সাজানো, লোকেরা জমিয়ে বসে।

বাড়ি বাড়ি চাঁদা আদায়ের ধুম,
তখনো যেমন ছিল, এখনো তেমনি আছে।
আদায়কারীরা বদল হয়েচে শুধু।
আগে যারা বই বগলেতে ব'য়ে
দোরে-দোরে দিতো হানা
তাদের গিয়েচে চুল পেকে;
কাঁচা চুল নিয়ে নতুন ছেলেরা ঘোরে
পকেটে রসিদ বই।

এ পাড়ার মাথা, মন্মথ মিত্তির,
ছয় ফুট প্রায় উঁচু,
বাজখাই তাঁর গলা
পশু চিকিৎসা করতেন তিনি আগে
খন বাড়িতে থাকা রাশভারি লোক।

আর, বুড়ো ডাক্তার, পরেশ দত্ত মশায়,
আগেকার এল, এম, এফ,
রোগী দেখলেই রোগ ধরা তাঁর
এক মিনিটের কাজ ছিল।
নিজেই হাঁফানি রোগী
দোতলায় উঠে রোগী দেখা তাঁর কষ্টসাধ্য বটে,
তবু 'কল' দিলে ঠিক সময়েতে দেখা তাঁর পাওয়া যেতো।
দু'টাকা ভিজিট তাঁর,
গরিবের কাছে এক পয়সাও নয়,
বাহক ঘোড়ার গাড়ি।
যখন গেলেন মারা,
পাড়ার সকলে ক'রেছিল 'হায় হায়'—অসহায় হ'লো ভেবে।

দত্ত বাড়িও তেমনিই আছে আজো,
গেট দেওয়া বাড়ি, সৌখীন কাজ করা।
কর্তা এখন নেই,
যায় না তাইতো শোনা
বেহালার মধু-সুর,
সেই সাথে তাঁর নাতি নাতনির একসাথে গান গাওয়া।

বিশ্বাসদের বৃদ্ধও নেই আর
রক্ত বসন পরা;
বেতো রোগী, তাই বগলে ক্রাচার
অল্প অল্প হাঁটা—
কথায় কথায় 'জয় শংকর' ডাক।
পথে কোন ব্রাহ্মণের দেখা পান যদি
পদধূলি নিতে হবে যে প্রকারে হোক,
অথচ কোমর তাঁর বেঁকে না মোটেই।
কাজেই ব্রাহ্মণ তাঁর পা উঠিয়ে দেন
হাতের নাগালে তাঁর;

গদগদ হন বৃদ্ধ অঘোর বিশ্বাস।

ও বাড়ির সামনেই লাল বাড়িটায়
এম. এন, ঘোষের বাস, জাপান ফেরৎ।
যশোরেই আদি বাস তাঁর, নাম করা ব্যবসায়ী।
তিনিই প্রথম করেন 'যশোর চিরুণী'
পরাধীন বাংলায়।
গুণধর পুত্র তাঁর কেবল উড়াতো ঘুড়ি।
পাশের গলিতে গুলি খেলতো বিকেলে
গুপ্তদের বাটুর সঙ্গে।

মাঠের সামনে হরি নাগেদের বাড়ি,
গোলাপী রংয়ের।
ইনিও পাড়ার মাথা, হাঁকডাক খুব।
এ ছাড়া করেন বাস অনিল ডাক্তার,
রবীন উকিল আর যোগেন উকিল
এঁরাও কমতি নন।
বিপিন ঘোষের নাম সকলেই জানে
আশু মুখুজ্জের মত একগোছা গোঁফ।
চারু ভটচায্—এ পাড়ারই তিনি
বিশ্ব-ভারতীর পরম বান্ধব।

গলির মুখেই বড় রাস্তার মোড়
পাঁচটা রাস্তা এসে মিলেচে সেখানে—
মাঝখানে এক বিরাট গ্যাসের আলো।
পাঁচ-মাথা মোড়ে
পাড়ার ছেলেরা জোড়ে, অথবা অনেকে
দাঁড়িয়ে আড্ডা মারে
গাড়িগুলো যায় তাদের এড়িয়ে, ঘুরে।
চাপা যদি পড়ে কেউ,
মার খেয়ে, মারা যাবে ড্রাইভার।

কাছেই স্থাপিত আছে
বহু পুরাতন বোবা-কালাদের সরকারী ইস্কুল।
পাড়ার মাটির গুণে হয়তো ফুটবে বোল্
সেই আশা নিয়ে, বুঝি সরকার, খুঁজে পেতে এইখানে
বসিয়েচে এই বোবা-কালা ইস্কুল।

কারণ সবাই জানে এ পাড়ার রকাড্ডার কথা।
গলির গা ঘেঁসা বাড়ির বাইরের রকে
জমাট আড্ডা বসে, পাড়ার ঐতিহ্য ভরা।
ছেলে বসে যে রকেতে
বাপও ব'সেচে তাতে
বাপের নাতিরও দাবি আছে রীতিমত
বংশ পরম্পরায় ঐ রকটিতে।

ভাই-দাদা খুড়ো পাতানো সবার সাথে
সমব্যথী সবার সকলে—
একতায় জমাট পাড়াটা।
অবশ্য তর্ক হয়, হয় হাতাহাতি
সে সব ক্ষণস্থায়ী, ভোলে রাতারাতি।
বলে হেসে পরদিন : 'দে না বে, একটা বিড়ি।'

রাজনীতি চলে রীতিমত।
গান্ধীজি নেতাজী থেকে জ্যোতি বসু তক
মোহন বাগান আর এম-সি-সি দল
সুচিত্রা উত্তম থেকে ছোট খাটো ষ্টার
সবাইকে আনা হয় এ পাড়ার রকে—
কেউ শ্রদ্ধা পায় আর শ্রাদ্ধ হয় কারো।

ব্যবসাও চলে এই জমাট গলিতে।
কে, গুপ্তের কারখানা, কাগজ-বাক্সের,
দোয়াতের কালি করে নিত্য সেনগুপ্ত,

মনোহারী দোকানও গোটা দুই তিন ;
মুদীর দর্জির আর চায়ের দোকান
তেলে-ভাজা, ময়রার দোকানও অনেক।
'ভরা পেয়ালা'—এক চায়ের দোকান
ভুজিদা সেখানে রোজ জমিয়ে বসেন।

আর আছে লাইব্রেরী ;
চাঁদা বাকী সভ্য তার ঢের।
ক্লাব আছে একাধিক,
নাটকের রিহার্সেল হয় নিয়মিত
শেষ নেই তার ;
মঞ্চস্থ হয় না কখনো, হয়তো বা টাকা নেই—
অথচ সবার আছে উৎসাহ ষোলো আনা।

বেলা দশটায়
ছোট গলিটায় ছেলেমেয়েদের স্রোত—
ছোটে তারা ইস্কুলে।
মেয়েরা স্বাধীন, কোন সংকোচ নেই
সকালে বিকেলে সেজে গুজে তারা চলে,
ফিরেও দেখে না কেউ।
পাড়ার ছেলেরা জানে—
তাদেরই তো বোন মাসি পিসি ওরা
ওদিকে তাকাতে নেই।

তবে এটা ঠিক—
কুসুমেও থাকে কীট, চাঁদেও কালিমা।
চোরা চাহনীর লোকও আছে ঢের গলির বাঁকেতে বসা ;
বকাটে ছেলেও আছে,
সিগারেট খাওয়া শেখে
পাড়ার পাশেই মজা নিরালা খালের ধারে।
খালের ধারেই আছে পারসীর মদের দোকান—

পুজা-পার্বণে দেয় মোটা চাঁদা তাই
দোকান জমাট চলে।
বাঁধা খদ্দের নাকি এ পাড়ার অনেকেই।

কাছে এক বস্তি আছে দুষ্ট ক্ষত যেন—
ঠিকে-ঝিয়েদের বাস।
নানা বয়সের ঝি বাসা বেঁধে থাকে—
বাসা ভাড়া দেয় শুনি পাড়ারই গোলাপীবাবু।

তবু এই পাড়া,
এ পাড়ার গলি
পুরোনো, বনেদী বড়।
ভাই-দাদা-কাকা সবাই সবার
সবার দুঃখেতে দুঃখী, সুখেতে বিভোর।

রঙীন সুগন্ধী ফুলে, কাঁটায় ডাঁটায় মিলে
স্নেহের বাঁধনে বাঁধা একটি বিরাট তোড়া
কেউ নয়—ছাড়া-ছাড়া।

আর পাড়ার গলিটা?
ঐ তোড়া সাজাবার ফুলদানী!
আমি জানি।

বেণ্টিংক ষ্ট্রীট

বেণ্টিংক ষ্ট্রীট।
টুং টুং ক'রে চলে রিকসা।
লোহার লাইন পাতা—
টং টং ক'রে চলে ট্রাম।

বেণ্টিংক ষ্ট্রীট।
চকচকে চামড়ার চীনে মুচিগুলো
চাঁচে, কাটে চামড়া,
পা-কলে সেলাই করে,
জুতো করে হরেক রকম ;
যা-তা দাম হেঁকে বসে, দর করা খুবই দরকার।
পার্টিশন দেওয়া ঐ দোকান ঘরেই
পাতা ছোট সংসার —
চীনে বউ চাউ-চাউ রাঁধে ;
চাউ-চাউ, চামড়ার গন্ধেতে, ধাত্ ছাড়ে পথে চলে যারা।
চীনে বউ মা হয় বছরে-বছরে—
চীনে ছেলে ধুলো মেখে খেলা করে ফুটপাথে—
ভ্যাঁক-ভ্যাঁক ছ'চাকার চলে ভারি ট্রাক।

বেণ্টিংক ষ্ট্রীট।
পিঁ-পিঁ ক'রে হাঁক মারে পুলিশের ভ্যান।

পান বেচে পানউলি,
গায়ে ছুলি, মুখে ছুলি।
বিহারী জেনানা সে। মরদটা ছিল তার হাওড়ার কুলি।
ম'রে গেল মরদটা লরী চাপা পড়ে
তিন সাল আগে।
জোয়ান জেনানা তাই দিনে বেচে পান,
রাত্ মে জোয়ানী।

গোঁফে চাড়া দিয়ে খাড়া থাকে যারা সারাখন—
পান খায়, হাসে, কথা কয়—
দিনে তারা পান কেনে, রাতেতে প্রণয়।

বেন্টিংক ষ্ট্রীট।
লোক চলে সাইকেলে—ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

পুরোন, জীর্ণ কোন ভাঙা বাড়িটার
শিক ভাঙা, দড়ি বাঁধা, নড়া রেলিংয়েই
বুক রেখে চেয়ে থাকে ইহুদি মেয়ে,
আড়চোখে চেয়ে দেখে পথ চলা লোক।
হঠাৎ পেছনে তার বেজে ওঠে হর্ণ,
চমকে থমকে যায়। হেসে ওঠে মেয়ে!

বেন্টিংক ষ্ট্রীটে—
কুলির রক্তে লাল রং করা শেড
চায়ের গুদাম;
বাদামী রংএর চা। অরেঞ্জ পিকো।
সস্তা সিনেমা হল। সস্তা ছবি।
বুকে ফেটি বাঁধা এক জেনানা শুয়ে—
দর্শক-টেনে-আনা বিজ্ঞাপনী।
সোডা আর লেমনেড, পানের দোকান,
খালি ড্রাম সার সার। গাদাগাদি ঠাসা।
বছরের প্রথমের জাবদা খাতা।
সীন আঁকা ষ্টুডিয়োর পাশপোর্ট ফটো
টাকায় চারটে কপি।
দাড়ি মুখে, টুপি পরা বোম্বাই 'ভাই'—
গরম কাপড় বেচে, বড় কারবারি।

লম্বা লাইন—
যেচে গিয়ে টাকা দেয় বিজলি বাতির দাম,

নইলে আঁধার ঘরে জ্বলবে না আলো।
কাছেই তেকোনা বাগে
'বাংলার বাঘ'
দাঁড়ানো বিরাট থামে ;
ঘাড়ে ও মাথায় কাক-পুরীষ-পরশ।

চৌরঙ্গীর এক রংদার পথ—
এই বেন্টিংক ষ্ট্রীট।

সবাই ঘুমোয়

রাত হয়,
সবাই ঘুমোয়।

কুকুরটা ঘেউ ঘেউ ক'রে, শ্রান্ত হয়ে ঘুমোয় পথে 'পরে।
ভিখারীটা চাওয়া শেষ ক'রে
ঘুমোয় গে ফুটপাথে পড়ে।
ঝাঁকামুটেগুলো সারিসারি শুয়ে থাকে
গাড়ী বারান্দার তলে। নাক ডাকে।
রিক্সাওয়ালাটা ঘুমোয় রিক্সায় শুয়ে
অষ্টবক্রমুনির অদ্ভুত কায়দায়।
মেসের কেরাণী ঘুমোয় ভাঙা চৌকীতে,
তার বৌটা ঘুমোয় দেশে শাশুড়ীর পায়ের তলায়।
পাশের বাড়ীতে কোন স্বাস্থ্যবান স্বামী
ঘুমে অচেতন মিটিয়ে দেহের ক্ষুধা—
স্ত্রীটি ঘুমোয় তার গভীর আরামে স্বামীর গায়েতে হাত রেখে।
পাশেই ঘুমোয় শিশু, মুখে চুষি পোরা
পাশে তার ঘুমোয় বাড়ীর পোষা বিড়ালের ছানা।

ভোজপুরী দারোয়ান ঘুমোয় গেটের পাশে
বেঞ্চটায়, ছারপোকা ভরা;
সুদে খাটে টাকা তার, ছারপোকা রক্ত তার শোষে।
পরীক্ষার ভয়ে, টেবিলে ঘুমোয় ক্লান্ত পরীক্ষার্থী ছেলে।
মেয়েটা ঘুমোয় খাটে, বুকে খোলা ভুতের গল্পের বই।
চোরটা ঘুমোয় সুখে, সিঁদকাটি গোঁজা আছে চালে;
পুর্ণিমা রাত। ধবধবে আলো,
চুরি ছেড়ে তাই ঘুমোয় আরাম ক'রে।
পুলিশ ঘুমোয় রকে, লাঠিটাকে ধরে থাকে হাতে।

কথাশিল্পীর লেখা গেচে থেমে, হাতেতে কলম ধরা—

ঘাড় গুঁজে প'ড়ে ঘুমোয় খাতার 'পরে।
বাঘা উকিলের জেরা নেই মুখে,
নাক মুখ দিয়ে ঝড় বয়ে যায় শুধু।
বন্দরে আজ যে জাহাজটা এলো—
কাপ্তেন খালাসী তার, ঘুমোয় কেবিনে সব ;
জাহাজের খোলে ঘুমোয় মালের ঢিবি।
যার মাল, সেই ব্যবসাদারও তো ঘুমোয় বাড়ীতে তার
গদীঘরে তার ঘুমোয় কর্মচারী।
সারাদিন ধরে, টেলিফোনটা ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক'রে
বেজে নতমুখী ঘুমোয় খানিকক্ষণ।

খাদ্য-অন্বেষণে বাঘ বনে জাগে রাতে
পশুশালে বন্দী বাঘ খাদ্য পায় প্রত্যহ বরাদ্দ করা—
তাই সে ঘুমোয় তার লোহার খাঁচায়।
চিড়িয়াখানায় আছে যত পশু-পাখী
সবাই ঘুমোয়,
সারাদিন ধরে দর্শক শত শত, করে গেছে জ্বালাতন,
তাই তারা সব রাতের অন্ধকারে,
নিরিবিলি শুয়ে আরামে ঘুমিয়ে নেয়।

আর এক জাতের পশু, দড়ি বাঁধা থাকে,
কালিঘাট অঞ্চলের টিনের চালায় ;
রাত্রে ঘুমিয়ে বাঁচে ঘাতকের হাত থেকে।
রাত্রিশেষে রক্তমাখা খড়্গ পড়ে ঘাড়ে—
নির্বোধ ছাগ-জন্ম হয়ে যায় শেষ
জগজ্জননী-রাঙা-পাদপদ্মতলে।

গরুর খাটালে গরুরা ঘুমোয় দড়ি বাঁধা সারি সারি
ষাঁড়ও ঘুমোয় সুখে বার্ধক্যের ভারে।
আঁট-সাঁট বেঁটে ঘোড়া ঘুমোয় আস্তাবলে
দেশ নাকি তার বর্মামুলুকে, বাংলায় বিক্রীত।

আরা জেলাবাসী মিঞাজান কচোয়ান এসেচে বাংলা দেশে
খেটে খেতে। সারাদিন খেটে ঘুমোয় আস্তাবলে।
আর ঘুমে অচেতন জড় গাড়ীখানা।
হালফ্যাশানের বাবুর গ্যারেজে
ঘুমোয় মোটরখানা,—লেটেষ্ট মডেল 'কার'।

গলির মোড়েতে দাঁড়ানো বাজারে মেয়ে
পায়ে ব্যথা নিয়ে ঘুমোয় নিজের ঘরে।
আর, যার ঘরে ছিল বাবু এত রাত
শ্রান্ত দেহে সে এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।
বেশ্যাপাড়ার মোড়ে সোয়ারীর লোভে দাড়িওলা পাঁইজী
ঘুমোয় ট্যাক্সীতে তার।
বাইজী ঘুমোয়; তার পায়ে নেই ঘুঙুর এখন।
তবলা বাজনা গেলাস, মদের বোতল,
চটকানো ফরাসেই গড়াগড়ি যায়—
সেই সাথে কাপ্তেন বাবু;
আদ্দির জামায় লেগে ঝাল কাঁকড়ার চাঁট। হলদে রং-এর।

হাঁসপাতালের রোগীরা ঘুমোয়, চেয়ারে ঘুমোয় নার্স।
সার্কাস দলে হাতি-ঘোড়া-উট ঘুমিয়ে যে যার চালে।
ক্লাউনের গালে চুন কালি ধোয়া, ঝরে গালে লাল শুধু।
অন্ধ ঘুমোয় দিন বা রাত সমান তাহার কাছে।
দিনের বোবা যে, রাতেও বোবা সে, ঘুমে ঠোঁট নড়ে শুধু।
এক পায়ে চলা খোঁড়াটা ঘুমোয়, পায়ের ব্যথাটা কমে;
ফাঁসির আসামী, সেও কি ঘুমোয়, কাল যার দিন শেষ?
কাল যার চোখে নামবে আঁধার সে কেন চক্ষু বুঁজে?
গরাদের তালা ঠিক দেওয়া আছে নেড়ে চেড়ে দেখে নিয়ে
সেপাই ঘুমোয়; জেলার কাছে তো নেই।
জেলার ঘুমোয় নিজের কোয়ার্টারে ঘরে।
পাগলা গারদে সারাদিন ধরে ব'কে

ন্যাংটা পাগল ঘুমোয় মাটিতে শুয়ে।
ঘুমিয়ে পড়েচে টাকার পাগল, মনের আগল বন্ধ।

শত্রু ঘুমোয়, বন্ধু ঘুমোয়। ঘুমোয় হত্যাকারী।
যাত্রার শেষে ঢালা ফরাসেতে যাত্রার অধিকারী
ঘুমোয় ছড়িয়ে দেহ।
সখী সেজেছিল যে ছেলেগুলো রবারের বল বুকে
ভীম সেজেছিল যে অম্বলে রুগী,
দ্রোপদী যে সেজেছিল তার বৌ-ছেলে-মেয়ে দেশে
অন্নাভাবে একবেলা খেয়ে থাকে—
তারাও ঘুমোয়, ন্যাতার মতন ঢালা সতরঞ্চিতে।

যুবতী বিধবা একলা বিছানা 'পরে
ঘুমিয়ে পড়েচে, শুভ্র রজনীগন্ধা।
ঝড়ে ভেঙে গিয়ে নুয়ে পড়ে আছে হায়,
এখুনি জাগবে স্বপ্নে স্বামীকে দেখে।

কথা ছিলো আজ রাত্রে প্রণয়ী আসবে লুকিয়ে ঘরে।
জেগে জেগে শেষে প্রেমিকা ঘুমিয়ে পড়ে
ঘরের দরজা খোলা।
ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে ঘুমোয় হিসেবী লোক।

ঘুমোয় পুরুষ,
মাংসল পেশী ঢিলে হয়ে আছে দেহে ;
নারীও ঘুমোয় দেহ যৌবন ভরা
কটাক্ষ তার বন্ধ আঁখির পাতে।
মা ঘুমোয় দেখি পাশ ফিরে শুয়ে শিশুটিকে বুকে চেপে
স্তনাগ্র তার শিশুটির মুখে, ঘুমের ঘোরে সে চোষে।

ঘুমোয় সবাই।
ঘুমোয় পৃথিবী। পৃথিবীর ছেলেমেয়ে

ঘুমোয় যখন, পৃথিবীর বুক ছেয়ে
আঁধার ঘনিয়ে আসে। শান্তি তখনই আসে।

ঘুম। ঘুম। ঘুম।
পৃথিবীর যত ধুমধাম হুমহুম
সব বুঝি যায় থেমে—
নিদ্রার ছায়া চোখেতে আসলে নেমে।

মানুষ চায় না একটু চোখের ঘুম।
তাইতো বোমার সৃষ্টি।
গ্যাস বোমা আর আনবিক বোমা তৈরী করচে জেগে,
একেবারে ঘুম পাড়াতে সবারে চায়।
অনাসৃষ্টির সৃষ্টি তাই তো চলে—
প্রতিজ্ঞা তাদের পৃথিবী করবে ছাই।

তাই তো আমার ঘুম নেই, ঘুম নেই।
জেগে আছি, আর জেগে আছে জ্বলা মন।
অশান্ত মন ছুটোছুটি ক'রে মরে;
ছুটচে, যেমন ছুটে চলে ইঞ্জিন—
আগুন বুকের মাঝে।
অন্ধকারের বুক চিরে ছোটে, পিছনেতে বাঁধা গাড়ির সারি
যাত্রীরা সব ঘুমোয় গাড়িতে সুখে ;
জানে না তো কেউ—খানিক দূরে যে কারা
ফিশপ্লেট খুলে লাইন ক'রেচে ঢিলে ;
একটু ঘুমের সুখ, ভেঙে হবে চুরমার,
একেবারে ঘুম ঘুমোবে যাত্রী সব।

একেবারে ঘুম পাড়াতে সবার চায়
অনাসৃষ্টির কাণ্ড তাইতো চলে
প্রতিজ্ঞা করেচে : পৃথিবী করবে ছাই ॥

গৃহস্থের মেয়ে

তোমাকে মানিয়েচে, সত্যি চমৎকার।
এ যুগে আমরা ঠিক যেমনটি চাই
ঠিক তেমনটি ক'রেই তুমি সেজেচো সুন্দর।
চুলগুলি টেনে এনে
পদ্মপাতার ছাঁদে খোঁপাটি বাঁধা,
কানে দুটি গোল রিং।
হাতে হাত ঘড়ি, দু'চোখে গগল্‌স।
গালে রুজ, ঠোঁটে লিপষ্টিক;
তারই ফাঁকে মুক্তো-দাঁতের সারি।
বেশ লাগে।

ভালো লাগে
তোমার চিবোনো কথা,
মেপে কথা বলা, সোফায় এলিয়ে বসা,
মাঝে মাঝে মুখ আলতো বুলিয়ে নেওয়া
ছোট্ট রুমালে,
ক্যালিফোর্নিয়া-পপির সুবাস মাখা।

ভালো লাগে
তোমার শাড়ির প্যাঁচ,
কনুইয়ের কাছে এসে থেমে যাওয়া ব্লাউসের হাতা;
বুকে জাগা উদ্ধত যৌবন গড়ন
দু'টি ঢেউ তোলা।
কাঁধে ব্যাগ,
ভরা থাকে টুকিটাকি অনেক জিনিষে।

ভরা আছে মগজে তোমার
শেলি-বায়রণ, কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের কবিতা।
কবিতার ছন্দে তুমি চলো, কথা বলো;

ছন্দ ওঠে পায়ে আঁটা বাটার জুতোয়।

কিন্তু তারই ফাঁকে হায়,
দেখা যায়
তোমার গোড়ালি দু'টি। ফাটা!
ফুটি-ফাটা!
স্বপ্ন যায় ভেঙে!
কল্পনা-ফানুষ ফেটে যায়, বাস্তবের ঐ ফাটা-পায়ে।

ভেসে ওঠে চোখে
তোমার বাড়ির স্যাৎসেতে কলতলা।
ছাই-শালপাতা নিয়ে বাসন মাজচো তুমি;
হলুদ মাখানো শাড়ি এলোমেলো পরা।
অথবা কাচ্‌চো জামা ধপাস-ধপাস—
ঝুঁটি বাঁধা চুল, তেল চুকচুকে মুখে।
উনুনে উঠচে ধোঁয়া
এখুনি উঠবে আঁচ।

আমাদেরো কল্পনার ধোঁয়া কেটে যায়
বুকখানা জ্বলে হায়-হায়
বাস্তবের উনুনের আঁচে।

তবে—
সত্যি-রূপ দেখা যায়;
ফাটা গোড়ালির গায়
লেখা আছে, বোঝা যায়—
স্বাস্থ্যহীনা, শক্তি-রূপা তুমি,
ওগো, গৃহস্থের মেয়ে!

বাস্তব

আমি যেখানে ব'সে
লিখছি এই কবিতা
সে বাড়িটা কলকাতার এক গলি ঘুঁজির মধ্যে

আমার ঘরের সামনে
ঘুঁটে কয়লা, অতি বাস্তব ;
ভাঙা থালায় ছাই,
বাসন মাজার জন্যে একান্তই চাই ।
ভাঙা কড়াই একটা
কাজ চলে না, ফেলে দিতেও মায়া লাগে
কতকগুলো ভাঙা ইঁট
কখন কাজে লাগতে পারে ঠিক নেই ।
খানিকটা গঙ্গামাটি
হিন্দুর অতি পবিত্র বস্তু ;
গোবর খানিকটা, আরো পবিত্র ।

আমার জানলার বাইরে
দেখা যায় রাস্তার কলটা ;
ভীড় করে ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-বুড়ি
পানীয় জলের আশায় ।
চটা-ওঠা পীচের রাস্তায়
ঝিমুচ্ছে লোম-ওঠা রাস্তার কুকুর ;
ঘুঘনিওলাটা ডেকে যায় পাঁঠার ঘুঘনি,
বাসনে নাম লেখাবার জন্যে
হাঁক দেয় বাসনওলাটা ।
মুটের মাথায় দিয়ে
শাড়ি আর কাপড়ের বোঝা
হাঁক ছেড়ে খরিদ্দার খোঁজে
ব্যবসায়ী কাপড়ওয়ালা ।

ফুল কই ? মাটি নেই, পীচের রাস্তায়
শুধু ধুলো।
চাঁদ কই ? বিজলী বাতিটা জ্বলে মাথার উপরে ;
চাঁদ ম্লান।
হাওয়া নেই,
দক্ষিণে বিরাট বাড়ি নরেনবাবুর।
গাছ ?
পুঁতেচি একটা চারা
কাঁধা ভাঙা টবে।
জল দিই রোজ রীতিমত
তবু নেই প্রাণের স্পন্দন।
মৃত বুঝি আমারই মতন।

এদেরই সামনে রেখে
আমি কবি, কবিতা লিখেই চলি
রস-কষ-হীন,
ছন্দহীন কঠিন বাস্তব।